দৈনিক সংবাদ

007

তারিখ 04 APR 1986
পৃষ্ঠা ... ৬ কলাম ৬ ...

T.Aff.

সম্মানিত বেসরকারী শিক্ষক

আবদুল খালেক
(প্রাক্তন আই জি পুলিশ)

বর্তমানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতিসমূহের ফেডারেশনের সভাপতি। শিক্ষক সমিতিগুলোর প্রায় সবগুলোতেই একাধিক দল বিভক্তি রয়েছে। রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্র হিসাবে এই বিভক্ত শিক্ষক সমিতিকে ব্যবহার করার প্রয়াস স্বাভাবিক কারণে সকল মহলেরই রয়েছে। কাজেই শিক্ষকদের যে কোন দাবী-দাওয়া আদায়ের বেলায় রাজনৈতিক মহলের প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয় হয়ে উঠে। এবারকার বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের আন্দোলনে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। আন্দোলনের প্রাথমিক দিনগুলোয় বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির একটি অংশ আন্দোলনের বিপক্ষে মতামত ব্যক্ত করে বিবৃতি দিয়েছে। কিন্তু তাতে আন্দোলনে ভাটা পড়েনি। বরং আন্দোলনে তেজীভাব সৃষ্টি হয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষাকে সামনে রেখে আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করাতে পরীক্ষাটি কিভাবে সম্পন্ন হলো এবং তাতে কত অঘটন ঘটলো তা কারো অজানা নেই। পরীক্ষার্থীদের দুর্দশা ও অসহায়তা এবং অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা, সত্যিই সকলকে কিছুকালের জন্য ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। কিন্তু শিক্ষকদের ব্যাপার-স্যাপার বলে সেই মনোভাবটি অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্তিমিত হয়ে যাওয়ার লক্ষণও দেখা দিয়েছিল। নিরপেক্ষ মহল থেকেও শিক্ষকদের দাবীগুলো গভীরভাবে তলিয়ে দেখে সেগুলোর একটা সুরাহা করার প্রস্তাব এসেছিল এবং এই প্রস্তাব এখনও বলবৎ রয়েছে এই কারণে যে যা হবার তাতো হয়ে গিয়েছে, এখন যেন শিক্ষারত ছাত্রছাত্রীরা তাদের শিক্ষকদের নিয়ে আবার ক্লাশে বসতে পারে। একেতো দারিদ্রের তাড়না, পাঠ্য-পুস্তক-প্রাপ্তির বিভ্রাট, রাজনৈতিক দল-সমিতির হাঁকডাক, টানাটানি তদুপরি সামনে ইলেকশান ও রমজানের দীর্ঘ ছুটি। ছাত্র-ছাত্রীরা এই বছরের পড়া শেষ করবে কী করে—এইসব ভেবে শিক্ষকদের প্রতি অনেকেই সহানুভূতিশীল হয়েছেন ও আশা করছেন যে সরকার তাদের দাবীগুলোর একটা সুষ্ঠু সমাধান করে দেবেন।

শিক্ষকরা জেলে দিন কাটাবেন, এটা অনভিপ্রেত। শিক্ষকরা নির্যাতনের শিকার হবেন এটাও কেউ চায়না। শিক্ষকদেরকে সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করার মন-মানসিকতা এখনো আমাদের দেশে গড়ে ওঠেনি। তবু একথা স্বীকার করতে হবে যে, শিক্ষকরা অপমানিত হবেন এটা কেউ আশা করেন না। ইতিমধ্যে সরকার দিন-ক্ষণ উল্লেখ করে কতেক প্রশাসনিক ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণায় রয়েছে, শিক্ষকদেরকে ৫ই এপ্রিল কাজে যোগদান করতে হবে। তা না হলে বেতন-ভাতা সব বন্ধ হবে, ফৌজদারী মামলায় সোপর্দ করা হবে, চাকরিচ্যুত করা হবে ইত্যাদি। এই ব্যবস্থা কার্যকর করা হলে পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে, অতি সহজেই অনুমেয়। এমনি তো কয়েক শত শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের জামিন পাওয়া যাচ্ছেনা। প্রশাসনের সংগে বিচার বিভাগ সংযুক্ত থাকলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় শিক্ষকদের জামিন না পাওয়াটা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বিগত কয়েকদিনে রাজনৈতিক অঙ্গনে ও শিক্ষালয়ে যে আলামত দেখা দিয়েছে তার সঙ্গে শিক্ষকদের উপর সরকার ঘোষিত ব্যবস্থা প্রয়োগের কাজ শুরু হলে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনার কথা ভেবে সুধীজনদের বিভিন্ন মহল ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

এখানে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, গ্রামে-গঞ্জের গরীবদের মাধ্যমিক শিক্ষা বেসরকারী স্কুলেই হয়ে থাকে। শহরেও বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে প্রধানত: গরীব ও নিম্নবিত্তের ছেলে-মেয়েরা পড়ে থাকে। এই জন্যে বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্ক তুলনামূলকভাবে গভীর। প্রাইভেট শিক্ষক রাখার আর্থিক অবস্থা নেই বলে ক্লাসের পড়াটুকুই গরীবদের সম্বল। এই কারণে বেসরকারী শিক্ষকরা গরীব পরিবারে বিশিষ্ট সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে সাধারণত: গণ্য হয়ে থাকেন। এই সত্যটুকু আমরা উড়িয়ে দিতে পারিনা। গরীবদের মধ্যে ছেলে-মেয়েদেরকে শিক্ষাদানের আকাঙক্ষা এখন খুব বেশী। কারণ তারা বুঝতে পেরেছে যে, ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত হলেই তাদের পারিবারিক দারিদ্র দূর হতে পারে। অন্য কোন কিছুতেই তাদের বিশ্বাস নেই। রাজনীতিবিদদের মধুর কথাতে তো মে টেই না।

আমি মনে করি, শিক্ষকদেরকে নিয়ে বসে সরকার একটা সৌহার্দপূর্ণ সমাধানে পৌছাতে পারেন। শিক্ষকদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগের পূর্বে অনেক কিছু ভাববার রয়েছে। এক্ষুণি তা ভাবতে হবে। আমরা অনেকে বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলে পড়েছি। সরকারী স্কুলে পড়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বেসরকারী স্কুলে পড়েছি। সরকারী স্কুলের সংগে পাল্লা দিয়ে বেসরকারী স্কুলের উন্নত মানের শিক্ষার উদাহরণ হাজার হাজার সুধীজন রেখেছেন। আমার শিক্ষকদের মধ্যে মাত্র একজন বেঁচে আছেন। পরলোকগত শিক্ষকদের ছবি আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে। আমার সেই বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের কেউ আজ জেলে আছেন কিনা খবর পাইনি। অন্যান্য সরকারী-বেসরকারী স্কুলের শিক্ষককেও আমার নিজ বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকের প্রতিমূর্তিতে দেখতে শিক্ষা পেয়েছি। সেই শিক্ষা আজও ভুলিনি। যে সকল শিক্ষক আজ জেলে আছেন তাদের জন্য আমি মর্মাহত। আমার মত অগণিত মানুষ একই কারণে একইভাবে বাথিত ও মর্মাহত। ভেবে দেখেছি, বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষকদেরকে সরকারী হারে বেতন না দেবার যৌক্তিকতা আমি কেম যেন খুঁজে পাচ্ছি না। সরকার তো মাত্র শতকরা ৬০ ভাগ দিবেন। তাতে সরকারের বাজেটে যে অংশ বাড়বে তা বহন করার আর্থিক ক্ষমতা বাংলাদেশের নেই এটাও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। শিক্ষার মত উৎপাদনশীল খাতে খরচ না করে যে সকল খাতে বাংলাদেশের ধন ব্যয়িত হয়েছে এবং হচ্ছে তাতে আমরা দিন দিন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পথে এগিয়েছি। সরকারী-বেসরকারী স্কেল নিয়ে আর বাড়াবাড়ি না করে সরকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল বেসরকারী শিক্ষকদের দেবার সরকারী সিদ্ধান্ত নেয়া হলে শিক্ষকদের বর্তমান সংগ্রামী মনোভাব থাকবে না এবং তাতে সরকার ও দেশ উভয়েই উপকৃত হবে। এই সিদ্ধান্ত এক্ষুণি নেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সরকারের হাতে অনেক ক্ষমতা রয়েছে। শিক্ষকদের বেলায় ক্ষমতা-পরীক্ষায় অবতীর্ণ না হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। শিক্ষকরা সন্ত্রাসবাদী, সশস্ত্র নন। তাঁরা একটা জাতিকে শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্বে নিয়োজিত।

তাদের হাতে শিক্ষাপ্রাপ্তরাই শিক্ষক, শক্তিধর এবং আরো কতো কি হয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও হবেন। যে জাতি তার শিক্ষক শ্রেণীকে সম্মান দিতে শিখেছে সে জাতি সম্মানিত।